ব্রি ধান৫২

বন্যা হলে ভয় নাই
ব্রি ধান৫২ আছে তাই।

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের যৌথ সহযোগিতায় এই জাতটি উদ্ভাবন করে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেশের আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ১২ থেকে ১৪ দিন জলমগ্ন হলে প্রচলিত বিআর১১ জাত থেকে বেশী এবং স্বাভাবিক (বন্যামুক্ত) পরিবেশে বিআর১১-র সমান ফলন প্রদান করায় এটিকে জাত হিসেবে ২০১০ সালে চুড়ান্তভাবে ছাড়করণ করা হয়।

ব্রি ধান৫২

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আকস্মিক বন্যায় জলমগ্ন সহনশীল জাত।
- গাছের উচ্চতা ১১৬ সেমি।
- কান্ড মজবুত তাই হেলে পড়ে না ।
- স্বল্প আলোক সংবেদনশীল।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের নিচু থেকে মাঝারি নিচু যা মোট জমির শতকরা ২০ ভাগ বর্ষাকালে আকস্মিক বন্যায় সর্ম্পূন তলিয়ে যায় এবং ১-২ সপ্তাহ জলমগ্ন থাকে । ফলে ধানের ফলন বন্যার তীব্রতা অনুসারে আংশিক থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সব ক্ষেত্রে ব্রি ধান৫২ বীজতলা কিংবা চারা রোপণের এক সপ্তাহ পর ১২-১৪ দিন পানিতে ডুবে থাকলে চারা মরে না, ফলে ফসল নষ্ট হয় না ।

জীবনকাল: স্বাভাবিক বন্যামুক্ত পরিবেশে ১৪০-১৪৫ দিন এবং ১৪ দিনের আকস্মিক বন্যা কবলিত হলে ১৫৫-১৬০ দিন।

ফলন: উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৫২ রোপা আমন মৌসুমে ১০-১৫ দিন পযর্ন্ত আকস্মিক বন্যায় ডুবে থাকলেও হেক্টর প্রতি ৪.০-৪.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। বন্যা না হলে স্বাভাবিক ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৫-৫.০ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন :** ১-১৫ আষাঢ় (১৫ -৩০ জুন) উত্তরাঞ্চল এবং ১৫-৩০ আষাঢ় (১-১৫ জুলাই) অন্যান্য অঞ্চল।

২. **চারার বয়স:** ৩০-৩৫ দিন।

৩. **রোপণ সময় :** ১-৩০ শ্রাবণ (১৫ জুলাই-১৫ আগষ্ট)।

৪. **রোপণ দুরত্ব :** ২৫ x ১৫ সেমি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক
২০	১৫	৬.৫	৪.০	১.৫

৫.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপনের ২০-২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। বন্যায় পানি সরে যাওয়ার ৭-১০ দিন পর জমি আগাছা মুক্ত করে সার প্রয়োগ করতে হবে।

৫.৩ বন্যার পরে ৩ কেজি এমপি সার প্রতি বিঘায় প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **গাছ পরিস্কারকরণ ও আগাছা দমন:**

৬.১ বন্যায় পানি সরে যাওয়ার পর পানি দিয়ে ছিটিয়ে বা স্প্রে মেশিনের সাহায্যে গাছের পাতা ধুয়ে পরিস্কার করে দিতে হবে । তা না হলে পলি পড়াতে পাতা জ্বলে সাদা হয়ে যেতে পারে।

৬.২ বন্যার পানি সরে যাওয়ার ৭-১০ দিন পর জলজ আগাছা সহ অ্যান্যান্য আগাছা এবং ধানের পচা পাতা পরিস্কার করে দিতে হবে।

৬.৩ রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপনের পর থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা প্রয়োজন। এ সময় খরা হলে অবশ্যই সম্পুরক সেচ দিতে হবে।

৮. **রোগ বালাই দমন:** অন্যান্য ধানের মতই বন্যা সহিষ্ণু জাতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হতে পারে এবং তা দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. **ধান কাটা:** শীষের আগা থেকে গোড়ার দিকে ৮০ ভাগ ধান সোনালী রং ধারণ করলে ধান কাটতে হবে।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd